আমরা আমেরিকা যাচ্ছি...

-হাসান
http://jonotardabi.cjb.net/
১০-০৮-২০০৫

এই কথা আমি আজকাল অনেকের মুখেই শুনে থাকি।হয়তো আমার কোন ঘনিষ্ঠ আত্নীয়ের সাথে কথা বলছি হঠাৎ কথা প্রসঙ্গে তিনি বলে ফেললেন,-''আমরা আমেরিকার ইমিগ্রান্ট হচ্ছি।'অথবা খাওয়ার টেবিলে পারিবারিক আলোচনায় হঠাৎ শুনতে পেলাম আমার অমুক আত্নীয় আগামী মাসে স্থায়ী ভাবে চলে যাচ্ছেন,এই খবর দিতে ফোন করেছিলেন। ওদিন ও আমার এক বন্ধুকে ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করতেই সে ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়ে বলল-তার পরিবার ও নাকি চেষ্টা করছে।

কেউ যখন আমাকে এই কথাটা বলে আমার কুটিল মন সাথে সাথে হিসাব নিকাশ শুরু করে কেন সে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে একরম অচেনা, অজানা একটি রাষ্ট্রে স্থায়ী হবার কথা চিন্তা করছে? বিষয় টা কিন্তু এরকম নয় যে-পৃথিবীর অন্যতম একটি উন্নত রাষ্ট্রে আমি যেতে পারছি না বলে অন্য কেউ যেতে চাইলে সেটা আমি ঈর্ষনীয় দৃষ্টি-তে দেখব।

যারা আমাকে বলেছে তারা যাচ্ছে, যতটুকু আমি জানি, এই দেশে তারা খেয়ে পরে খুব ভাল আছে।আর্থিক সচ্ছলতা আছে,সন্তানরাও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।বলা যায় তারা একটি সুখী পরিবার। কিন্তু অবাক হবার মত ব্যাপার,যাদেরকে ই আমি জজ্ঞেস করেছি- কেন তারা যাচ্ছে, একরকম ভাবে সবাই একটি কথাই আমাকে বুঝাতে চেয়েছেন-'কি হবে এই দেশে থেকে,এই দেশের তো ভবিষ্যৎ নেই'। যাদের যাওয়ার কোনো সামর্থ্য নেই তাদেরকে যাওয়ার সামর্থ্য সৃষ্টি করে দিলে তারা ও হয়তো চলে যাবেন বলে আমার ধারণা।

একজন,দুজন হয়তো চিন্তা করতেই পারেন 'কি হবে এই দেশে থেকে,এই দেশের তো ভবিষ্যৎ নেই' কিন্তু আমার আশেপাশের সবাই যখন এই চিন্তাটা করা শুরু করবেন এবং সাধ ও সাধ্যের মিল ঘটলে শেষ পর্যন্ত চলেই যাবেন, তখন আমার মত মানুষরা যারা এখনো এই দেশকে নিয়ে আশার আলো দেখতে পায় তারা হয়তো এক ধরণের চাপা কষ্ট নিয়ে এই দেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন।

স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর ও যদি এই দেশের মানুষ এই দেশ কে নিয়ে কোন আশার আলো দেখতে না পায় তাহলে এই চিন্তা আসাটাই স্বাভাবিক।

মাননীয় রাজনীতিবিদগণ,আপনারা আমাদের করুণা করুন,আমাদের এই বাংলাদেশকে নিয়ে আশার আলো দেখার সুযোগ করে দিন।বাংলাদেশের সব মানুষ না হোক, আমি আপনাদের কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

massnoon.hasan@gmail.com